নবম অধ্যায়

জড় ভরতের পরম মহৎ চরিত্র

এই অধ্যায়ে জড় ভরতের ব্রাহ্মণদেহ প্রাপ্তির ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে। এই দেহে তিনি জড়, মূক এবং বধিরের মতো অবস্থান করছিলেন, এমনকি যখন তাঁকে ভদ্রকালীর সম্মুখে বলি দেওয়ার জন্য নিয়ে আসা হয়, তখনও তিনি কোন রকম প্রতিবাদ না করে নীরব ছিলেন। হরিণের দেহ ত্যাগ করার পর, তিনি এক ব্রাহ্মণের কনিষ্ঠা পত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। সেই জন্মেও তিনি জাতিস্মর ছিলেন, এবং সঙ্গদোষে পাছে আবার পতন হয়, এই ভয়ে তিনি অভক্তর সঙ্গ করতেন না এবং মূক ও বধিরের মতো থাকতেন। এই পন্থাটি প্রতিটি ভক্তের গ্রহণ করা উচিত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উপদেশ দিয়েছেন—*অসৎসঙ্গত্যাগ,—এই বৈষ্ণব-আচার*। অভক্ত-সঙ্গ সর্বতোভাবে ত্যাগ করা উচিত, এমনকি তারা যদি আত্মীয়-স্বজনও হয়। মহারাজ ভরত যখন এইভাবে ব্রাহ্মণ-শরীরে ছিলেন, তখন তাঁর প্রতিবেশীরা তাঁকে উন্মাদ এবং জড় বলে মনে করতেন। কিন্তু তিনি অন্তরে নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবের মহিমা স্মরণ এবং কীর্তন করে কালাতিপাত করতেন। যদিও তাঁর পিতা তাঁকে উপনয়ন সংস্কার করে, স্বধর্মোচিত শৌচাচার শিক্ষা এবং বেদ আদি পাঠ করাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি এমনভাবে আচরণ করতেন যে, তাঁর পিতা-মাতা তাঁকে উন্মাদ এবং সংস্কারের অযোগ্য বলে মনে করেছিলেন। আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর সংস্কার না হলেও ভরত মহারাজ কিন্তু পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় ছিলেন। তাঁর নীরবতার জন্য, পশুবৎ মানুষেরা তাঁকে নানাভাবে উত্ত্যক্ত করত, কিন্তু তিনি তা সহ্য করতেন। তাঁর পিতা-মাতার মৃত্যুর পর, তাঁর বিমাতা এবং বৈমাত্রেয় ভায়েরা তাঁর প্রতি অত্যন্ত কদর্য ব্যবহার করতে শুরু করে। তারা তাঁকে কদর্য আহার দিত, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি কখনও কিছু মনে করতেন না। তিনি সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন ছিলেন। তাদের দ্বারা নিযুক্ত হয়ে তিনি এক সময় গভীর রাত্রে শস্যক্ষেত্র রক্ষা করছিলেন, এমন সময় এক দস্যুদের সর্দার তাঁকে ভদ্রকালীর পূজায় বলি দেওয়ার জন্য ধরে নিয়ে যায়। ডাকাতেরা যখন ভরত মহারাজকে কালীর সম্মুখে খড়্গের দ্বারা বলি দিতে উদ্যত হল, তখন দেবী

ভগবদ্ভক্তের প্রতি এই আসুরিক অত্যাচারে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে, প্রতিমা থেকে ভীষণ মূর্তিতে বেরিয়ে এলেন এবং তাদের খড়্গের দ্বারা তাদেরই সংহার করে ভক্তকে রক্ষা করলেন। এইভাবে শুদ্ধ ভক্ত অভক্তদের অত্যাচার সত্ত্বেও নীরব থাকেন। যে সমস্ত বর্বর এবং দস্যু ভক্তদের প্রতি দুর্ব্যবহার করে, ভগবানই তাদের দণ্ড দেন।

শ্লোক ১-২

শ্রীশুক উবাচ

অথ কস্যচিদ্ দ্বিজবরস্যাঙ্গিরঃপ্রবরস্য শমদমতপঃস্বাধ্যায়াধ্যয়নত্যাগ-সন্তোষতিতিক্ষাপ্রশ্রয়বিদ্যানসূয়াত্মজ্ঞানানন্দযুক্তস্যাত্মসদৃশশ্রুতশীলা-চাররূপৌদার্যগুণা নব সোদর্যা অঙ্গজা বভূবুর্মিথুনং চ যবীয়স্যাং ভার্যায়াম্ ॥ ১ ॥ যস্তু তত্র পুমাংস্তং পরমভাগবতং রাজর্ষিপ্রবরং ভরতমুৎসৃষ্টমৃগশরীরং চরমশরীরেণ বিপ্রত্বং গতমাহুঃ ॥ ২ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **অথ**—তারপর; **কস্যচিৎ**—কোন; **দ্বিজ-বরস্য**—ব্রাহ্মণের; **অঙ্গিরঃ-প্রবরস্য**—আঙ্গিরস গোত্রের ব্রাহ্মণদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; **শম**—মনঃ সংযম; **দম**—ইন্দ্রিয় সংযম; **তপঃ**—তপশ্চর্যার অনুশীলন; **স্বাধ্যায়**—বৈদিক শাস্ত্র পাঠ; **অধ্যয়ন**—অধ্যয়ন; **ত্যাগ**—ত্যাগ; **সন্তোষ**—সন্তোষ; **তিতিক্ষা**—সহিষ্ণুতা; **প্রশ্রয়**—বিনয়; **বিদ্যা**—জ্ঞান; **অনসূয়**—ঈর্ষারহিত; **আত্ম-জ্ঞান-আনন্দ**—আত্ম-উপলব্ধিজনিত প্রসন্নতা; **যুক্তস্য**—গুণসম্পন্ন; **আত্ম-সদৃশ**—ঠিক নিজের মতো; **শ্রুত**—বিদ্যায়; **শীল**—চরিত্রে; **আচার**—আচরণে; **রূপ**—সৌন্দর্যে; **ঔদার্য**—ঔদার্যে; **গুণাঃ**—এই সমস্ত গুণসমন্বিত; **নব স-ঊদার্যাঃ**—একই গর্ভ থেকে উৎপন্ন নয়টি ভ্রাতা; **অঙ্গ-জাঃ**—পুত্র; **বভূবুঃ**—উৎপন্ন হয়েছিল; **মিথুনম্**—যমজ ভাই এবং বোন; **চ**—এবং; **যবীয়স্যাম্**—কনিষ্ঠা; **ভার্যায়াম্**—পত্নীতে; **যঃ**—যিনি; **তু**—কিন্তু; **তত্র**—সেখানে; **পুমান্**—পুত্রসন্তান; **তম্**—তাকে; **পরম-ভাগবতম্**—মহাভাগবত; **রাজ-ঋষি**—রাজর্ষির; **প্রবরম্**—সর্বশ্রেষ্ঠ; **ভরতম্**—মহারাজ ভরত; **উৎসৃষ্ট**—পরিত্যাগ করে; **মৃগ-শরীরম্**—হরিণের শরীর; **চরম-শরীরেণ**—অন্তিম শরীর; **বিপ্রত্বম্**—ব্রাহ্মণ হয়ে; **গতম্**—লাভ করেছিলেন; **আহুঃ**—তাঁরা বলেন।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্, মহারাজ ভরত মৃগশরীর ত্যাগ করার পর এক অতি বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আঙ্গিরস গোত্রে

এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি সমস্ত ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলীতে পূর্ণরূপে গুণান্বিত ছিলেন। তিনি তাঁর মন এবং ইন্দ্রিয় সংযত করেছিলেন, এবং বৈদিক শাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করেছিলেন। তিনি দান, সন্তোষ, সহিষ্ণুতা, বিনয়, বিদ্যা, অনসূয়া আদি সমস্ত গুণে গুণান্বিত ছিলেন। তিনি ছিলেন আত্মজ্ঞানী এবং ভগবানের সেবায় যুক্ত। তিনি সর্বদা ভগবানের চিন্তায় সমাহিত থাকতেন। তাঁর জ্যেষ্ঠা পত্নীর গর্ভে তাঁরই মতো গুণসম্পন্ন নয়টি পুত্রের জন্ম হয়েছিল, এবং তাঁর কনিষ্ঠা পত্নীর গর্ভে একটি যমজ পুত্র ও কন্যা জন্মগ্রহণ করেছিল। তাদের মধ্যে পুত্রটি হচ্ছে পরম ভাগবত রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ মহারাজ ভরত—যিনি মৃগশরীর পরিত্যাগ করে চরমে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

ভরত মহারাজ ছিলেন একজন মহান ভক্ত, কিন্তু তাঁর এক জন্মে সাফল্য লাভ হয়নি। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে, ভক্ত যদি তাঁর ভক্তিকার্যে এক জন্মে সিদ্ধিলাভ না করতে পারেন, তাহলে তাঁর যোগ্য ব্রাহ্মণকুলে অথবা ধনী ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যকুলে জন্মগ্রহণ হয়। *শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে* (*ভগবদ্গীতা* ৬/৪১)। ভরত মহারাজ ছিলেন সমৃদ্ধশালী ক্ষত্রিয় পরিবারে জাত মহারাজ ঋষভদেবের জ্যেষ্ঠপুত্র, কিন্তু তাঁর পারমার্থিক কর্তব্যের অবহেলা করার ফলে এবং একটি নগণ্য হরিণের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হওয়ার ফলে, তাঁকে হরিণ-শরীরে জন্মগ্রহণ করতে হয়। কিন্তু, ভক্ত হওয়ার ফলে তিনি জাতিস্মর ছিলেন। তাঁর ভুলের জন্য অনুতপ্ত হয়ে, তিনি সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন থেকে নির্জন বনে কালাতিপাত করছিলেন। তারপর তিনি এক অতি উত্তম ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছিলেন।

শ্লোক ৩

তত্রাপি স্বজনসঙ্গাচ্চ ভৃশমুদ্বিজমানো ভগবতঃ কর্মবন্ধবিধ্বংসনশ্রবণ-স্মরণগুণবিবরণচরণারবিন্দযুগলং মনসা বিদধদাত্মনঃ প্রতিঘাতমাশঙ্কমানো ভগবদনুগ্রহেণানুস্মৃতস্বপূর্বজন্মাবলিরাত্মানমুন্মত্তজড়ান্ধবধিরস্বরূপেণ দর্শয়ামাস লোকস্য ॥ ৩ ॥

তত্র-অপি—সেই ব্রাহ্মণ-জন্মেও; **স্বজন-সঙ্গাৎ**—আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গ থেকে; **চ**—এবং; **ভৃশম্**—অত্যধিক; **উদ্বিজমানঃ**—পুনরায় অধঃপতিত হওয়ার ভয়ে সর্বদা ভীত হয়ে; **ভগবতঃ**—ভগবানের; **কর্ম-বন্ধ**—সকাম কর্মের বন্ধন; **বিধ্বংসন**—বিনাশকারী;

শ্রবণ—শ্রবণ; **স্মরণ**—স্মরণ; **গুণ-বিবরণ**—ভগবানের গুণের বর্ণনা শ্রবণ; **চরণ-অরবিন্দ**—শ্রীপাদপদ্ম; **যুগলম্**—যুগল; **মনসা**—মনের দ্বারা; **বিদধৎ**—সর্বদা চিন্তা করে; **আত্মনঃ**—তাঁর আত্মার; **প্রতিঘাতম্**—ভগবদ্ভক্তির প্রতিবন্ধক; **আশঙ্কমানঃ**—সর্বদা ভীত হয়ে; **ভগবৎ-অনুগ্রহেণ**—ভগবানের বিশেষ কৃপায়; **অনুস্মৃত**—স্মরণ করে; **স্ব-পূর্ব**—তাঁর পূর্বের; **জন্ম-আবলিঃ**—জন্ম-জন্মান্তরে; **আত্মানম্**—স্বয়ং; **উন্মত্ত**—উন্মাদ; **জড়**—জড়; **অন্ধ**—অন্ধ; **বধির**—বধির; **স্বরূপেণ**—এইরূপে; **দর্শয়াম্-আস**—নিজেকে প্রদর্শন করেছিলেন; **লোকস্য**—জনসাধারণের কাছে।

অনুবাদ

ভগবানের বিশেষ কৃপার ফলে, ভরত মহারাজ তাঁর পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করতে পেরেছিলেন। ব্রাহ্মণের শরীর পাওয়া সত্ত্বেও, তিনি ভগবদ্বিমুখ আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবদের ভয়ে অত্যন্ত ভীত ছিলেন। তাদের সঙ্গপ্রভাবে পুনরায় অধঃপতন হতে পারে, এই আশঙ্কায় তিনি সর্বদা শঙ্কিত ছিলেন। তার ফলে তিনি জনসাধারণের কাছে নিজেকে উন্মাদ, জড়, অন্ধ এবং বধিরের মতো প্রদর্শন করতেন, যাতে তারা তাঁর সাথে কথা বলার চেষ্টা না করে। এইভাবে তিনি অসৎসঙ্গ থেকে নিজেকে রক্ষা করেছিলেন। অন্তরে তিনি সর্বদা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের কথা চিন্তা করতেন এবং নিরন্তর ভগবানের মহিমা কীর্তন করতেন; তার ফলে তিনি কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। এইভাবে তিনি অসৎ-সঙ্গের প্রভাব থেকে নিজেকে রক্ষা করেছিলেন।

তাৎপর্য

জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাবে প্রতিটি জীব বিভিন্ন কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ। *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে, *কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্যোনিজন্মসু*—জড়া-প্রকৃতির সঙ্গ প্রভাবে জীব সৎ এবং অসৎ যোনিতে জন্মগ্রহণ করে।"

(*ভগবদ্গীতা* ১৩/২২)

আমরা আমাদের কর্ম অনুসারে চুরাশি লক্ষ বিভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ করি। *কর্মণা দৈবনেত্রেণ*—তিনটি গুণের দ্বারা কলুষিত জড়া প্রকৃতির প্রভাবে আমরা কর্ম করি এবং তার ফলে দৈবের অধ্যক্ষতায় আমরা বিশেষ শরীর প্রাপ্ত হই। তাকে বলা হয় *কর্মবন্ধ।* এই *কর্মবন্ধ* থেকে মুক্ত হতে হলে, ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হতে হয়। তাহলে আর জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব থাকে না।

মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে ।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

"যিনি পূর্ণরূপে ভক্তি সহকারে ভগবানের সেবায় যুক্ত, যিনি কোন অবস্থাতেই অধঃপতিত হন না, তিনি অবিলম্বে ত্রিগুণময়ী মায়ার বন্ধন অতিক্রম করে ব্রহ্মভূত স্তর প্রাপ্ত হবেন।" (*ভগবদ্‌গীতা* ১৪/২৬) জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে অব্যাহতি লাভ করতে হলে, আমাদের ভগবানের সেবায় যুক্ত হতে হবে—*শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ* । সেটিই হচ্ছে জীবনের পরম সিদ্ধি। মহারাজ ভরত যখন ব্রাহ্মণরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তখন তিনি ব্রাহ্মণোচিত কর্মে মোটেই আগ্রহী ছিলেন না, পক্ষান্তরে শুদ্ধ বৈষ্ণবরূপে তিনি সর্বদা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের কথা চিন্তা করতেন। *ভগবদ্‌গীতায়* সেই উপদেশ দেওয়া হয়েছে—*মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু* । এই পন্থার দ্বারাই কেবল ভয়ঙ্কর জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

শ্লোক ৪

তস্যাপি হ বা আত্মজস্য বিপ্রঃ পুত্রস্নেহানুবদ্ধমনাআসমাবর্তনাৎ সংস্কারান্ যথোপদেশং বিদধান উপনীতস্য চ পুনঃ শৌচাচমনাদীন্ কর্মনিয়মানন-ভিপ্রেতানপি সমশিক্ষয়দনুশিষ্টেন হি ভাব্যং পিতুঃ পুত্রেণেতি ॥ ৪ ॥

তস্য—তাঁর; **অপি হ বা**—নিশ্চিতভাবে; **আত্ম-জস্য**—পুত্রের; **বিপ্রঃ**—জড় ভরতের ব্রাহ্মণ-পিতা; **পুত্র-স্নেহ-অনুবদ্ধ-মনাঃ**—পুত্রস্নেহে আসক্তমনা; **আ-সম-আবর্তনাৎ**—ব্রহ্মচর্য-আশ্রম সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত; **সংস্কারান্**—সংস্কার; **যথা-উপদেশম্**—শাস্ত্রবিধি অনুসারে; **বিদধানঃ**—অনুষ্ঠান করে; **উপনীতস্য**—যাঁর উপনয়ন সংস্কার হয়েছে; **চ**—ও; **পুনঃ**—পুনরায়; **শৌচ-আচমন-আদীন্**—শৌচ, আচমন ইত্যাদির অভ্যাস; **কর্ম-নিয়মান্**—কর্মের বিধি; **অনভিপ্রেতান্ অপি**—জড় ভরতের অনিচ্ছা সত্ত্বেও; **সমশিক্ষয়ৎ**—শিক্ষা দিয়েছিলেন; **অনুশিষ্টেন**—বিধিবিধান পালন করতে শিখিয়েছিলেন; **হি**—বাস্তবিকপক্ষে; **ভাব্যম্**—হওয়া উচিত; **পিতুঃ**—পিতার থেকে; **পুত্রেণ**—পুত্র; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণ পিতার মন সর্বদা তাঁর পুত্র জড় ভরতের প্রতি (ভরত মহারাজের প্রতি) স্নেহে পূর্ণ ছিল। তাই তিনি তাঁর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন। জড় ভরত যেহেতু গৃহস্থ-আশ্রমে প্রবেশ করার অযোগ্য ছিলেন, তাই ব্রহ্মচর্য-আশ্রমের সমাপ্তি পর্যন্তই কেবল তাঁর সংস্কার সম্পাদন করা হয়েছিল। জড় ভরতের অনিচ্ছা

সত্ত্বেও তাঁর পিতা তাঁকে শৌচ, আচমন আদি কর্মের নিয়মসমূহ বিশেষভাবে শিক্ষা দিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

ভরত মহারাজ ব্রাহ্মণ-শরীর প্রাপ্ত হয়ে জড় ভরত হয়েছিলেন, এবং তিনি এমনভাবে আচরণ করতেন যেন তিনি জড়, বধির, মূক এবং অন্ধ ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে অন্তরে তিনি অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তিনি সকাম কর্মের পরিণতি এবং ভগবদ্ভক্তির ফল সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন। ব্রাহ্মণ-শরীরে মহারাজ ভরত তাঁর অন্তরে সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন ছিলেন; তাই তাঁর পক্ষে সকাম কর্মের বিধিবিধান অনুষ্ঠান করার কোন প্রয়োজন ছিল না। সেই সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* প্রতিপন্ন হয়েছে—*স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/২/১৩)। ভগবান শ্রীহরিকে সন্তুষ্ট করাই মানুষের কর্তব্য। সেটিই সকাম কর্মের সমস্ত বিধির চরম সার্থকতা। তা ছাড়াও *শ্রীমদ্ভাগবতে* উল্লেখ করা হয়েছে—

ধর্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেনকথাসু যঃ ।
নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

"বৃত্তি নির্বিশেষে সমস্ত ধর্ম অনুষ্ঠান যদি ভগবানের কথা শ্রবণে রতি উৎপন্ন না করে, তাহলে তা কেবল ব্যর্থ পরিশ্রম মাত্র।" (*ভাগবত* ১/২/৮) কৃষ্ণভক্তির বিকাশ না হওয়া পর্যন্তই এই সমস্ত কর্মকাণ্ডের প্রয়োজন। যদি কৃষ্ণভক্তির বিকাশ হয়, তাহলে আর কর্মকাণ্ডের বিধিবিধানের অনুশীলন করার প্রয়োজন হয় না। শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী বলেছেন, "হে কর্মকাণ্ডের বিধিবিধান, আমাকে ক্ষমা করুন। এই সমস্ত বিধিবিধান আমি আর অনুসরণ করতে পারি না, কারণ আমি সম্পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়েছি।" তিনি কোন গাছের নীচে বসে নিরন্তর হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার বাসনা ব্যক্ত করেছেন। তার ফলে তিনি সমস্ত বিধিবিধানগুলি সম্পাদন করেননি। তেমনই, হরিদাস ঠাকুরের জন্ম হয়েছিল মুসলমান-কুলে। তাঁর জীবনের শুরুতে কেউ তাঁকে কর্মকাণ্ডের শিক্ষা দেননি, কিন্তু যেহেতু তিনি সর্বদা হরিনাম কীর্তন করতেন, তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে নামাচার্যরূপে স্বীকার করেছিলেন। জড় ভরতরূপী ভরত মহারাজ সর্বদা তাঁর অন্তরে ভগবানের সেবায় যুক্ত ছিলেন। যেহেতু তিনি তাঁর পূর্ববর্তী তিনটি জন্মে বিধিবিধান পালন করেছিলেন, তাই তিনি সেগুলি সম্পাদনে আগ্রহী ছিলেন না, যদিও তাঁর ব্রাহ্মণ-পিতা তাঁকে সেই নির্দেশ দিয়েছিলেন।

শ্লোক ৫

স চাপি তদু হ পিতৃসন্নিধাবেবাসধ্রীচীনমিব স্ম করোতি ছন্দাংস্যধ্যাপয়িষ্যন্ সহব্যাহৃতিভিঃ সপ্রণবশিরস্ত্রিপদীং সাবিত্রীং গ্রৈষ্মবাসন্তিকান্মাসানধীয়ানমপ্যসমবেতরূপং গ্রাহয়ামাস ॥ ৫ ॥

সঃ—তিনি (জড় ভরত); **চ**—ও; **অপি**—বস্তুতপক্ষে; **তৎ উহ**—তাঁর পিতা তাঁকে যে শিক্ষা দিয়েছিলেন; **পিতৃ-সন্নিধৌ**—তাঁর পিতার উপস্থিতিতে; **এব**—এমনকি; **অসধ্রীচীনম্ ইব**—যেন তিনি কিছুই বুঝতে পারছেন না; **স্ম করোতি**—অনুষ্ঠান করতেন; **ছন্দাংসি অধ্যাপয়িষ্যন্**—শ্রাবণ মাসে অথবা চাতুর্মাস্যের সময় বেদমন্ত্র শিক্ষা দিতে ইচ্ছুক; **সহ**—সেই সঙ্গে; **ব্যাহৃতিভিঃ**—(ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ) আদি স্বর্গলোকের নাম উচ্চারণ; **স-প্রণব-শিরঃ**—ওঁকার আদি; **ত্রি-পদীম্**—ত্রিপদী; **সাবিত্রীম্**—গায়ত্রী মন্ত্র; **গ্রৈষ্ম-বাসন্তিকান্**—চৈত্র মাস থেকে শুরু করে চার মাস; **মাসান্**—মাস; **অধীয়ানম্ অপি**—অধ্যয়ন করা সত্ত্বেও; **অসমবেত রূপম্**—অপূর্ণরূপে; **গ্রাহয়াম্-আস**—তাঁকে শিখিয়েছিলেন।

অনুবাদ

তাঁর পিতা তাঁকে বৈদিক জ্ঞান সম্বন্ধে যথেষ্ট শিক্ষা দিলেও, জড় ভরত তাঁর সমক্ষে মূর্খের মতো আচরণ করতেন। তিনি এইভাবে আচরণ করতেন, যাতে তাঁর পিতা তাঁকে শিক্ষা লাভের অযোগ্য মনে করে, তাঁকে শিক্ষা দিতে চেষ্টা না করেন। তিনি সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে আচরণ করতেন। তাঁর পিতা তাঁকে মল ত্যাগের পর হাত ধোয়ার শিক্ষা দিলে, তিনি মলত্যাগের পূর্বে হাত ধুতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর পিতা তাঁকে বেদ অধ্যয়ন করাবার ইচ্ছা করে, বসন্ত ও গ্রীষ্ম ঋতুতে প্রণব ও ব্যাহৃতিসহ ত্রিপদী গায়ত্রী শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ঐ চার মাসেও তিনি তাঁকে তা শেখাতে পারলেন না।

শ্লোক ৬

এবং স্বতনুজ আত্মন্যনুরাগাবেশিতচিত্তঃ শৌচাধ্যয়নব্রতনিয়মগুর্বনলশুশ্রূষণাদ্যৌপকুর্বাণককর্মাণ্যনভিযুক্তান্যপি সমনুশিষ্টেন ভাব্যমিত্যসদাগ্রহঃ পুত্রমনুশাস্য স্বয়ং তাবদ্ অনধিগতমনোরথঃ কালেনাপ্রমত্তেন স্বয়ং গৃহ এব প্রমত্ত উপসংহৃতঃ ॥ ৬ ॥

এবম্—এইভাবে; **স্ব**—নিজের; **তনু-জে**—পুত্র জড় ভরতে; **আত্মনি**—যিনি তাঁকে আত্মবৎ মনে করতেন; **অনুরাগ-আবেশিত-চিত্তঃ**—যাঁর চিত্ত পুত্রস্নেহে মগ্ন ছিল; **শৌচ**—শুচিতা; **অধ্যয়ন**—বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন; **ব্রত**—সমস্ত ব্রত অনুষ্ঠান; **নিয়ম**—বিধিবিধান; **গুরু**—গুরুদেবের; **অনল**—অগ্নির; **শুশ্রূষণ-আদি**—সেবা ইত্যাদি; **ঔপকুর্বাণক**—ব্রহ্মচর্য-আশ্রমের; **কর্মাণি**—সমস্ত কর্ম; **অনভিযুক্তানি অপি**—তাঁর পুত্রের অনিচ্ছা সত্ত্বেও; **সমনুশিষ্টেন**—পূর্ণরূপে শিক্ষা দিয়েছিলেন; **ভাব্যম্**—উচিত; **ইতি**—এইভাবে; **অসৎ-আগ্রহঃ**—অযোগ্য আগ্রহ; **পুত্রম্**—তাঁর পুত্র; **অনুশাস্য**—উপদেশ দিয়ে; **স্বয়ম্**—নিজে; **তাবৎ**—সেইভাবে; **অনধিগত-মনোরথঃ**—অপূর্ণ মনোবাসনা; **কালেন**—কালের প্রভাবে; **অপ্রমত্তেন**—যাঁর বিস্মৃতি নেই; **স্বয়ম্**—তিনি স্বয়ং; **গৃহে**—গৃহের প্রতি; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **প্রমত্তঃ**—অত্যন্ত আসক্ত হয়ে; **উপসংহৃতঃ**—মৃত্যু হয়েছিল।

অনুবাদ

জড় ভরতের ব্রাহ্মণ-পিতা তাঁকে তাঁর প্রাণতুল্য প্রিয় বলে মনে করে, তাঁর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন। তিনি তাঁকে সুশিক্ষিত করার বাসনায় তাঁকে ব্রহ্মচর্য, ব্রত, শৌচ, বেদ অধ্যয়ন, নিয়ম, গুরুদেবের সেবা, এবং অগ্নিযজ্ঞ করার বিধি শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছিল। তিনি হৃদয়ে যে আশা পোষণ করেছিলেন তা পূর্ণ হল না। অন্য সকলের মতো সেই ব্রাহ্মণও তাঁর গৃহের প্রতি আসক্ত ছিলেন, এবং তাঁর স্মরণ ছিল না যে, একদিন তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। কিন্তু মৃত্যুর কখনও বিস্মৃতি হয় না। মৃত্যু যথা সময়ে আগমন করে সেই ব্রাহ্মণকে গ্রাস করেছিল।

তাৎপর্য

যারা সংসারের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত তারা ভুলে যায় যে, এক সময় মৃত্যু এসে তাদের গ্রাস করবে। এইভাবে সংসারাসক্ত হয়ে, তারা তাদের মনুষ্য-জীবনের কর্তব্য সম্পূর্ণ করতে পারে না। মনুষ্য-জীবনের কর্তব্য হচ্ছে জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান করা। কিন্তু তা না করে মানুষ তাদের পরিবারের প্রতি এবং সাংসারিক কর্তব্যের প্রতি আসক্ত থাকে। যদিও তারা মৃত্যুকে ভুলে যায়, তবুও মৃত্যু তাদের ভোলে না। তাই সহসা এক সময় তাদের শান্তির নীড় ছেড়ে চলে যেতে হয়। যথা সময়ে মৃত্যু নিশ্চিতভাবে এসে উপস্থিত হয়। জড় ভরতের ব্রাহ্মণ-পিতা তাঁকে ব্রহ্মচর্য শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর পুত্র যেহেতু সেই বৈদিক প্রগতির পন্থা গ্রহণে অনিচ্ছুক ছিলেন, তাই তিনি অকৃতকার্য হয়েছিলেন।

জড় ভরতের একমাত্র বাসনা ছিল *শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ*—এই পন্থায় ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া। তিনি তাঁর পিতৃদত্ত বৈদিক শিক্ষা গ্রাহ্য করেননি। কেউ যখন সম্পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় আগ্রহী হন, তখন আর তাঁকে বৈদিক বিধিবিধানের অনুশীলন করতে হয় না। অবশ্য সাধারণ মানুষের পক্ষে তা অপরিহার্য। কেউ তা অবহেলা করতে পারে না। কিন্তু কেউ যখন ভগবদ্ভক্তির পূর্ণতা প্রাপ্ত হন, তখন আর বৈদিক বিধিবিধানগুলি অনুসরণ করার ততটা গুরুত্ব থাকে না। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বৈদিক বিধিবিধানের ঊর্ধে *নিস্ত্রৈগুণ্য* স্তরে উন্নীত হওয়ার উপদেশ দিয়েছিলেন।

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন ।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥

"হে অর্জুন, বেদসমূহ মুখ্যত প্রকৃতির তিন গুণেরই আলোচনা করে। কিন্তু তুমি সেই গুণগুলি অতিক্রম করে নির্গুণ স্তরে উন্নীত হও। সমস্ত দ্বন্দ্বভাব, লাভ এবং নিরাপত্তার উৎকণ্ঠা থেকে মুক্ত হয়ে আত্মায় স্থিত হও।"

(*ভগবদ্গীতা* ২/৪৫)

শ্লোক ৭

অথ যবীয়সী দ্বিজসতী স্বগর্ভজাতং মিথুনং সপত্ন্যা উপন্যস্য স্বয়মনুসংস্থয়া পতিলোকমগাৎ ॥ ৭ ॥

অথ—তারপর; **যবীয়সী**—কনিষ্ঠ; **দ্বিজ-সতী**—ব্রাহ্মণ-পত্নী; **স্ব-গর্ভ-জাতম্**—তাঁর গর্ভজাত; **মিথুনম্**—যমজ সন্তানদের; **সপত্ন্যৈ**—তাঁর সপত্নীকে; **উপন্যস্য**—সমর্পণ করে; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **অনুসংস্থয়া**—তাঁর পতির অনুগামিনী হয়ে; **পতি-লোকম্**—পতিলোকে; **অগাৎ**—গমন করেছিলেন।

অনুবাদ

তারপর, ব্রাহ্মণের কনিষ্ঠা পত্নী তাঁর যমজ পুত্র এবং কন্যাকে সপত্নীর হস্তে সমর্পণ করে, তাঁর পতির সহমৃতা হয়ে পতিলোকে গমন করেছিলেন।

শ্লোক ৮

পিতর্যুপরতে ভ্রাতর এনমতৎপ্রভাববিদস্ত্রয্যাং বিদ্যায়ামেব পর্যবসিতমতয়ো ন পরবিদ্যায়াং জড়মতিরিতি ভ্রাতুরনুশাসননির্বন্ধান্ন্যবৃৎসন্ত ॥ ৮ ॥

পিতরি উপরতে—তাঁর পিতার মৃত্যুর পর; **ভ্রাতরঃ**—তাঁর বৈমাত্রেয় ভায়েরা; **এনম্**—এই ভরতকে (জড় ভরত); **অ-তৎ-প্রভাব-বিদঃ**—তাঁর উন্নত পদ উপলব্ধি করতে না পেরে; **ত্রয্যাম্**—তিন বেদের; **বিদ্যায়াম্**—কর্মকাণ্ড সম্বন্ধীয় জ্ঞানে; **এব**—অবশ্যই; **পর্যবসিত**—স্থির; **মতয়ঃ**—যাঁর মন; **ন**—না; **পর-বিদ্যায়াম্**—ভগবদ্ভক্তির দিব্য জ্ঞানে; **জড়-মতিঃ**—অত্যন্ত মন্দবুদ্ধি; **ইতি**—এইভাবে; **ভ্রাতুঃ**—তাদের ভাই জড় ভরতকে; **অনুশাসন-নির্বন্ধাৎ**—শিক্ষা দেওয়ার প্রচেষ্টা থেকে; **ন্যবৃৎসন্ত**—নিবৃত্ত হয়েছিল।

অনুবাদ

পিতার মৃত্যুর পর, জড় ভরতের নয়জন বৈমাত্রেয় ভাই তাঁকে জড় এবং মেধাহীন বলে বিবেচনা করে, তাঁর শিক্ষা পূর্ণ করার প্রচেষ্টা ত্যাগ করেছিল। জড় ভরতের বৈমাত্রেয় ভায়েরা ঋক্‌বেদ, সামবেদ এবং যজুর্বেদ—এই তিনটি সকাম কর্ম পরায়ণ বেদের শিক্ষায় পারঙ্গত ছিল। ভগবদ্ভক্তির দিব্য জ্ঞান সম্বন্ধে তারা অবগত ছিল না। তার ফলে তারা জড় ভরতের অতি উন্নত স্থিতি উপলব্ধি করতে পারেনি।

শ্লোক ৯-১০

স চ প্রাকৃতৈর্দ্বিপদপশুভিরুন্মত্তজড়বধিরমূকেত্যভিভাষ্যমাণো যদা তদনুরূপাণি প্রভাষতে কর্মাণি চ কার্যমাণঃ পরেচ্ছয়া করোতি বিষ্টিতো বেতনতো বা যাচ্ঞয়া যদৃচ্ছয়া বোপসাদিতমল্পং বহু মৃষ্টং কদন্নং বাভ্যবহরতি পরং নেন্দ্রিয়প্রীতিনিমিত্তম্ । নিত্যনিবৃত্তনিমিত্তস্বসিদ্ধ-বিশুদ্ধানুভবানন্দস্বাত্মলাভাধিগমঃ সুখদুঃখয়োর্দ্বন্দ্বনিমিত্তয়োরসম্ভাবিত-দেহাভিমানঃ ॥ ৯ ॥ শীতোষ্ণবাতবর্ষেষু বৃষ ইবানাবৃতাঙ্গঃ পীনঃ সংহননাঙ্গঃ স্থণ্ডিলসংবেশনানুন্মর্দনামজ্জনরজসা মহামণিরিবানভিব্যক্ত-ব্রহ্মবর্চসঃ কুপটাবৃতকটিরুপবীতেনোরুমষিণা দ্বিজাতিরিতি ব্রহ্মবন্ধুরিতি সংজ্ঞয়াতজ্ঞজনাবমতো বিচচার ॥ ১০ ॥

সঃ চ—তিনিও; **প্রাকৃতৈঃ**—দিব্য জ্ঞানহীন সাধারণ ব্যক্তিদের দ্বারা; **দ্বি-পদ-পশুভিঃ**—যারা দ্বিপদ-বিশিষ্ট পশু ছাড়া অন্য কিছু নয়; **উন্মত্ত**—উন্মত্ত; **জড়**—জড়; **বধির**—বধির; **মূক**—মূক; **ইতি**—এইভাবে; **অভিভাষ্যমাণঃ**—সম্ভাষিত হয়ে;

যদা—যখন; **তৎ-অনুরূপাণি**—তাদের উত্তরের উপযুক্ত শব্দ; **প্রভাষতে**—তিনি বলতেন; **কর্মাণি**—কার্যকলাপ; **চ**—ও; **কার্যমাণঃ**—কর্ম করাতে; **পর-ইচ্ছয়া**—অন্যের ইচ্ছার দ্বারা; **করোতি**—তিনি করতেন; **বিষ্টিতঃ**—বলপূর্বক; **বেতনতঃ**—অথবা বেতনের দ্বারা; **বা**—অথবা; **যাচ্ঞয়া**—ভিক্ষার দ্বারা; **যদৃচ্ছয়া**—আপনা থেকেই; **বা**—অথবা; **উপসাদিতম্**—প্রাপ্ত; **অল্পম্**—অতি অল্প পরিমাণ; **বহু**—প্রচুর পরিমাণ; **মৃষ্টম্**—অত্যন্ত সুস্বাদু; **কৎ-অন্নম্**—বাসী বিস্বাদ আহার; **বা**—অথবা; **অভ্যবহরতি**—তিনি আহার করতেন; **পরম্**—কেবল; **ন**—না; **ইন্দ্রিয়-প্রীতি-নিমিত্তম্**—ইন্দ্রিয় সুখের জন্য; **নিত্য**—শাশ্বত; **নিবৃত্ত**—নিরস্ত; **নিমিত্ত**—সকাম কর্ম; **স্ব-সিদ্ধ**—স্বতঃসিদ্ধ; **বিশুদ্ধ**—চিন্ময়; **অনুভব-আনন্দ**—আনন্দের অনুভূতি; **স্ব-আত্ম-লাভ-অধিগমঃ**—যিনি আত্মজ্ঞান লাভ করেছেন; **সুখ-দুঃখয়োঃ**—সুখ এবং দুঃখে; **দ্বন্দ্ব-নিমিত্তয়োঃ**—দ্বন্দ্বভাব হেতু; **অসম্ভাবিত-দেহ-অভিমানঃ**—দেহাত্মবুদ্ধি রহিত; **শীত**—শীত; **উষ্ণ**—গরম; **বাত**—বায়ুতে; **বর্ষেষু**—বৃষ্টির সময়; **বৃষঃ**—বৃষ; **ইব**—সদৃশ; **অনাবৃত-অঙ্গঃ**—অনাচ্ছাদিত দেহ; **পীনঃ**—অত্যন্ত পুষ্ট; **সংহনন-অঙ্গঃ**—সুদৃঢ় অঙ্গ; **স্থণ্ডিল-সংবেশন**—ভূমিতে শয়ন করার ফলে; **অনুন্মর্দন**—তৈল মর্দন না করার ফলে; **অমজ্জন**—স্নান না করার ফলে; **রজসা**—ধূলির দ্বারা; **মহা-মণিঃ**—অত্যন্ত মূল্যবান রত্ন; **ইব**—সদৃশ; **অনভিব্যক্ত**—অপ্রকাশিত; **ব্রহ্ম-বর্চসঃ**—ব্রহ্মতেজ; **কু-পট-আবৃত**—নোংরা বস্ত্রে ঢাকা; **কটিঃ**—কটিদেশ; **উপবীতেন**—যজ্ঞোপবীতের দ্বারা; **উরু-মষিণা**—অত্যন্ত ময়লা হওয়ার ফলে কাল; **দ্বি-জাতিঃ**—ব্রাহ্মণকুলে জাত; **ইতি**—এইভাবে অপমানিত হয়ে; **ব্রহ্ম-বন্ধুঃ**—ব্রাহ্মণের বন্ধু; **ইতি**—এইভাবে; **সংজ্ঞয়া**—এই প্রকার নামের দ্বারা; **অ-তৎ-জ্ঞ-জন**—তাঁর প্রকৃত স্থিতি সম্বন্ধে অজ্ঞ ব্যক্তিরা; **অবমতঃ**—অপমানিত হয়ে; **বিচচার**—তিনি বিচরণ করতেন।

অনুবাদ

অধঃপতিত মানুষেরা প্রকৃতপক্ষে পশুতুল্য। পশুর সঙ্গে তাদের একমাত্র পার্থক্য হচ্ছে যে, পশুরা চতুষ্পদ আর তারা দ্বিপদ। এই সমস্ত দ্বিপদ পশুসদৃশ মানুষেরা জড় ভরতকে উন্মাদ, জড়, বধির এবং মূক বলে সম্বোধন করত। তারা তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করত, এবং জড় ভরত তাদের সঙ্গে উন্মাদ, বধির, অন্ধ অথবা জড়ের মতো আচরণ করতেন। তিনি কখনও প্রতিবাদ করতেন না অথবা তাদের বোঝাবার চেষ্টা করতেন না যে, তিনি তেমন নন। কেউ যখন তাঁকে দিয়ে কিছু করাতে চাইত, তখন তিনি তাদের ইচ্ছা অনুসারে তাই-ই করতেন। ভিক্ষার দ্বারা অথবা বেতনস্বরূপ, অথবা দৈবাৎ যা কিছু খাবার আসত—তা স্বল্প পরিমাণ

হোক, সুস্বাদু হোক, বাসী হোক অথবা স্বাদহীন হোক—তিনি তাই-ই গ্রহণ করে আহার করতেন। তিনি কখনও ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য কোন কিছু আহার করতেন না, কারণ সুস্বাদ এবং বিস্বাদ ধারণা উৎপাদনকারী দেহাত্মবুদ্ধির বন্ধন থেকে তিনি ইতিমধ্যেই মুক্ত ছিলেন। তিনি ভগবদ্ভক্তির দিব্য চেতনায় মগ্ন ছিলেন, এবং তাই তিনি দেহাত্মবুদ্ধি থেকে উদ্ভূত দ্বন্দ্বভাব থেকে মুক্ত ছিলেন। তাঁর দেহ ছিল বৃষের মতো পুষ্ট এবং তাঁর অবয়ব ছিল সুদৃঢ়। তিনি শীত, গ্রীষ্ম, বাত ও বর্ষা গ্রাহ্য করতেন না এবং তিনি কখনও তাঁর শরীর আচ্ছাদিত করতেন না। তিনি ভূমিতে শয়ন করতেন এবং কখনও তেল মাখতেন না বা স্নান করতেন না। তাঁর দেহ মলিন হওয়ার ফলে, তাঁর ব্রহ্মতেজ এবং জ্ঞান আচ্ছাদিত ছিল, ঠিক যেমন মূল্যবান রত্নের জ্যোতি ধুলার দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। তাঁর কটিদেশে ছিল একটি অত্যন্ত মলিন বস্ত্র এবং অত্যন্ত মলিন হওয়ার ফলে, তাঁর যজ্ঞোপবীত ছিল কাল। ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভূত বলে তাঁকে বুঝতে পেরে, মানুষেরা তাঁকে ব্রহ্মবন্ধু আদি নামে সম্বোধন করত। এইভাবে বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা অপমানিত এবং উপেক্ষিত হয়ে তিনি ইতস্তত বিচরণ করতেন।

তাৎপর্য

শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর *গেয়েছেন—দেহস্মৃতি নাহি যার, সংসার-বন্ধন কাহাঁ তার।* যাঁর দেহের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের কোন বাসনা নেই এবং যিনি দেহ ধারণের জন্য উৎকণ্ঠিত নন এবং যিনি সর্ব অবস্থাতেই তৃপ্ত, তিনি হয় উন্মাদ, নয় মুক্ত পুরুষ। প্রকৃতপক্ষে ভরত মহারাজ যখন জড় ভরতরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তখন তিনি জড়া প্রকৃতির দ্বন্দ্বভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন পরমহংস এবং তাই তাঁর দেহের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য তাঁর কোন চেষ্টা ছিল না।

শ্লোক ১১

যদা তু পরত আহারং কর্মবেতনত ঈহমানঃ স্বভ্রাতৃভিরপি কেদারকর্মণি নিরূপিতস্তদপি করোতি কিন্তু ন সমং বিষমং ন্যূনমধিকমিতি বেদ কণপিণ্যাকফলীকরণকুল্মাষস্থালীপুরীষাদীন্যপ্যমৃতবদভ্যবহরতি ॥ ১১ ॥

যদা—যখন; **তু**—কিন্তু; **পরতঃ**—অন্যদের থেকে; **আহারম্**—আহার; **কর্ম-বেতনতঃ**—কর্মের বিনিময়ে বেতনস্বরূপ; **ঈহমানঃ**—অপেক্ষা করে; **স্ব-ভ্রাতৃভিঃ**

অপি—তাঁর বৈমাত্রেয় ভায়েরাও; **কেদার-কর্মণি**—ক্ষেত্রের কৃষিকার্য; **নিরূপিতঃ**—নিযুক্ত; **তৎ-অপি**—সেই সময়েও; **করোতি**—তিনি করতেন; **কিন্তু**—কিন্তু; **ন**—না; **সমম্**—সমতল; **বিষমম্**—অসমতল; **ন্যূনম্**—অল্প; **অধিকম্**—অধিক; **ইতি**—এইভাবে; **বেদ**—তিনি জানতেন; **কণ**—খুদ; **পিণ্যাক**—খৈল; **ফলী-করণ**—তুষ; **কুল্মাষ**—পোকায় খাওয়া শস্য; **স্থালী-পুরীষ-আদীনি**—রন্ধনপাত্রে লেগে থাকা পোড়া অন্ন; **অপি**—ও; **অমৃত-বৎ**—অমৃতের মতো; **অভ্যবহরতি**—আহার করতেন।

অনুবাদ

জড় ভরত কেবল আহারের জন্য কাজ করতেন। তাঁর বৈমাত্রেয় ভায়েরাও সেই সুযোগ নিয়ে, কেবল আহারের বিনিময়ে তাঁকে ক্ষেত্রের কাজে নিযুক্ত করেছিল। কিন্তু শস্যক্ষেত্রে যে কিভাবে কাজ করতে হয় তা তিনি ভালভাবে জানতেন না। তিনি জানতেন না কোথায় মাটি ঢালতে হবে অথবা কোথায় ভূমি সমতল করতে হবে। তাঁর ভায়েরা তাঁকে খুদ, খইল, তুষ, পোকায় খাওয়া শস্য এবং রন্ধনপাত্রে লেগে থাকা পোড়া অন্ন খেতে দিত, কিন্তু তিনি কারও প্রতি কোন রকম বিদ্বেষভাব পোষণ না করে, তাই-ই অমৃতের মতো ভোজন করতেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (২/১৫) পরমহংস স্তরের বর্ণনা করা হয়েছে—*সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে*। কেউ যখন জড় জগতের সুখ-দুঃখ আদি দ্বৈতভাবের প্রতি উদাসীন হন, তখন তিনি অমৃতত্ব অর্থাৎ শাশ্বত জীবন লাভ করার যোগ্য হন। ভরত মহারাজ এই জড় জগতে তাঁর কার্য সমাপ্ত করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, তাই তিনি এই জগতের দ্বৈতভাবের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। তিনি কৃষ্ণভাবনায় পূর্ণ ছিলেন এবং তাই ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ আদি সম্বন্ধে তাঁর কোন চেতনা ছিল না। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* (অন্ত্য ৪/১৭৬) বলা হয়েছে—

'দ্বৈতে' ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান, সব—মনোধর্ম'।
'এই ভাল, এই মন্দ',—এই সব 'ভ্রম' ॥

"জড় জগতে যে ভাল এবং মন্দের ধারণা তা সবই মনোধর্ম-প্রসূত। তাই, 'এটি ভাল এবং এটি মন্দ' এই ধারণাটি ভুল।" আমাদের বুঝতে হবে যে, এই জড় জগতে ভাল-মন্দের বিচারপ্রসূত যে দ্বন্দ্বভাব, তা কেবল মনের ধারণা মাত্র। কিন্তু, তা বলে এই প্রকার পরমহংস চেতনার অনুকরণ না করে, চিন্ময় স্তরের সাম্য অবস্থা লাভ করা উচিত।

শ্লোক ১২

অথ কদাচিৎকশ্চিদ্ বৃষলপতির্ভদ্রকাল্যৈ পুরুষপশুমালভতাপত্যকামঃ ॥ ১২ ॥

অথ—তারপর; **কদাচিৎ**—এক সময়; **কশ্চিৎ**—কোন; **বৃষল-পতিঃ**—শূদ্র দস্যুদের নেতা; **ভদ্র-কাল্যৈ**—ভদ্রকালীকে; **পুরুষ-পশুম্**—নরপশু; **আলভত**—বলিদান করার উদ্যোগ করেছিল; **অপত্য-কামঃ**—পুত্র কামনায়।

অনুবাদ

সেই সময়, এক শূদ্রকুলোদ্ভত দস্যুসর্দার পুত্র কামনায় ভদ্রকালীর কাছে নরপশু বলি দেওয়ার উদ্যোগ করেছিল।

তাৎপর্য

শূদ্র আদি নিম্নস্তরের মানুষেরা তাদের জড় বাসনা চরিতার্থ করার জন্য ভদ্রকালী আদি দেবতাদের পূজা করে। সেই উদ্দেশ্যে তারা কখনও কখনও প্রতিমার সামনে মানুষ পর্যন্ত বলি দেয়। তারা সাধারণত বুদ্ধিহীন অর্থাৎ পশুসদৃশ মানুষদের সেই উদ্দেশ্যে মনোনীত করে।

শ্লোক ১৩

তস্য হ দৈবমুক্তস্য পশোঃ পদবীং তদনুচরাঃ পরিধাবন্তো নিশি নিশীথসময়ে তমসাবৃতায়ামনধিগতপশব আকস্মিকেন বিধিনা কেদারান্ বীরাসনেন মৃগবরাহাদিভ্যঃ সংরক্ষমাণমঙ্গিরঃপ্রবরসুতমপশ্যন্ ॥ ১৩ ॥

তস্য—সেই দস্যুপতির; হ—নিশ্চিতভাবে; **দৈব-মুক্তস্য**—দৈবাৎ মুক্ত হয়ে; **পশোঃ**—নরপশুর; **পদবীম্**—পথ; **তৎ-অনুচরাঃ**—তার অনুচরেরা; **পরিধাবন্তঃ**—তার অন্বেষণে ধাবিত হল; **নিশি**—রাত্রে; **নিশীথ-সময়ে**—মধ্য রাত্রে; **তমসা আবৃতায়াম্**—অন্ধকারাচ্ছন্ন; **অনধিগত-পশবঃ**—নরপশুটিকে ধরতে না পেরে; **আকস্মিকেন বিধিনা**—দৈবক্রমে অকস্মাৎ; **কেদারান্**—শস্যক্ষেত্রে; **বীর-আসনেন**—ঊর্ধ্বস্থানে নির্মিত আসনে; **মৃগ-বরাহ-আদিভ্যঃ**—মৃগ ও বরাহ আদি জন্তু থেকে; **সংরক্ষমাণম্**—রক্ষা করছে; **অঙ্গিরঃ-প্রবর-সুতম্**—আঙ্গিরস গোত্রের ব্রাহ্মণের পুত্র; **অপশ্যন্**—তারা দেখেছিল।

অনুবাদ

সেই দস্যুপতি বলি দেওয়ার জন্য একটি নরপশুকে ধরেছিল কিন্তু সে দৈবক্রমে বন্ধনমুক্ত হয়ে পলায়ন করে। তখন সেই দস্যুপতি তার অনুগামীদের তাকে ধরে আনতে আদেশ দেয়। তারা সকলে চতুর্দিকে ধাবিত হয় কিন্তু কোথায়ও তাকে খুঁজে পায়নি। ভ্রমণ করতে করতে ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন মধ্য রাত্রে তারা অকস্মাৎ শস্যক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে আঙ্গিরস কুলোদ্ভূত ব্রাহ্মণ-তনয় জড় ভরতকে একটি ঊর্ধ্ব আসনে উপবেশন করে মৃগ, বরাহ ইত্যাদি পশুদের থেকে শস্যক্ষেত্র রক্ষা করতে দেখতে পায়।

শ্লোক ১৪

অথ ত এনমনবদ্যলক্ষণমবমৃশ্য ভর্তৃকর্মনিষ্পত্তিং মন্যমানা বদ্ধ্বা রশনয়া চণ্ডিকাগৃহমুপনিন্যুর্মুদা বিকসিতবদনাঃ ॥ ১৪ ॥

অথ—তারপর; **তে**—তারা (দস্যুপতির অনুচরেরা); **এনম্**—এই (জড় ভরতকে); **অনবদ্য-লক্ষণম্**—পশুলক্ষণ যুক্ত অর্থাৎ বৃষের মতো স্থূল এবং মূক ও বধির; **অবমৃশ্য**—চিনতে পেরে; **ভর্তৃ-কর্ম-নিষ্পত্তিম্**—তাদের প্রভুর কার্য সম্পাদন করার জন্য; **মন্যমানাঃ**—মনে করে; **বদ্ধ্বা**—দৃঢ়ভাবে বেঁধে; **রশনয়া**—রজ্জুর দ্বারা; **চণ্ডিকা-গৃহম্**—কালীর মন্দিরে; **উপনিন্যুঃ**—নিয়ে এসেছিল; **মুদা**—হর্ষোৎফুল্ল; **বিকসিত-বদনাঃ**—সহাস্য বদনে।

অনুবাদ

দস্যুপতির অনুচরেরা জড় ভরতকে সমস্ত লক্ষণযুক্ত নরপশু বলে বিবেচনা করে, সর্বতোভাবে বলির উপযুক্ত বলে মনে করে, তাঁকে দড়ি দিয়ে বেঁধে হর্ষোৎফুল্ল সহাস্য বদনে কালীর মন্দিরে নিয়ে গিয়েছিল।

তাৎপর্য

ভারতবর্ষের কোন কোন স্থানে এখনও কালীর কাছে নরবলি দেওয়া হয়। কিন্তু, এই ধরনের বলি কেবল শূদ্র এবং ডাকাতেরাই দেয়। তাদের কাজ হচ্ছে ধনবান ব্যক্তির গৃহ লুণ্ঠন করা, এবং তাদের সেই কাজে সফল হওয়ার জন্য তারা কালীর কাছে পশুসদৃশ মানুষ বলি দেয়। তারা কখনও কোন বুদ্ধিমান মানুষকে দেবীর সামনে বলি দিত না। এই পৃথিবীর সব চাইতে বুদ্ধিমান মানুষ হওয়া সত্ত্বেও,

ভরত মহারাজ ব্রাহ্মণ শরীরে আপাতদৃষ্টিতে মূক এবং বধির ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও, সর্বতোভাবে ভগবানের শরণাগত হওয়ার ফলে, তাঁকে যখন বলি দেওয়ার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন তিনি কোন রকম প্রতিবাদ করেননি। পূর্ববর্তী শ্লোক থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, তিনি অত্যন্ত বলিষ্ঠ ছিলেন এবং তিনি অনায়াসে সেই রজ্জুবন্ধন এড়াতে পারতেন, কিন্তু তিনি কোন প্রতিবাদ করেননি। তিনি কেবল ভগবানের উপর নির্ভর করেছিলেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ভগবানের কাছে শরণাগতির বর্ণনা করে বলেছেন—

মারবি রাখবি—যো ইচ্ছা তোহারা ।
নিত্যদাসপ্রতি তুয়া অধিকারা ॥

"হে প্রভু, আমি এখন আপনার শরণাগত। আমি আপনার নিত্যদাস, এবং আপনি যদি চান তাহলে আপনি আমাকে সংহার করতে পারেন অথবা রক্ষা করতে পারেন। আমি আপনার সম্পূর্ণরূপে শরণাগত সেবক, এবং আমার উপর আপনার পূর্ণ অধিকার রয়েছে।"

শ্লোক ১৫

অথ পণয়স্তং স্ববিধিনাভিষিচ্যাহতেন বাসসাচ্ছাদ্য ভূষণালেপস্রক্-তিলকাদিভিরুপস্কৃতং ভুক্তবন্তং ধূপদীপমাল্যলাজকিসলয়াঙ্কুর-ফলোপহারোপেতয়া বৈশসসংস্থয়া মহতা গীতস্তুতিমৃদঙ্গপণবঘোষেণ চ পুরুষপশুং ভদ্রকাল্যাঃ পুরত উপবেশয়ামাসুঃ ॥ ১৫ ॥

অথ—তারপর; **পণয়ঃ**—দস্যুপতির সমস্ত অনুচরেরা; **তম্**—তাঁকে (জড় ভরতকে); **স্ব-বিধিনা**—তাদের নিজেদের বিধি অনুসারে; **অভিষিচ্য**—স্নান করিয়ে; **অহতেন**—নতুন; **বাসসা**—বস্ত্রের দ্বারা; **আচ্ছাদ্য**—আচ্ছাদিত করে; **ভূষণ**—অলঙ্কার; **আলেপ**—চন্দন লেপন করে; **স্রক্**—ফুলের মালা; **তিলক-আদিভিঃ**—তিলক ইত্যাদির দ্বারা; **উপস্কৃতম্**—বিভূষিত করে; **ভুক্তবন্তম্**—আহার করিয়ে; **ধূপ**—ধূপ; **দীপ**—দীপ; **মাল্য**—মালা; **লাজ**—খই; **কিসলয়-অঙ্কুর**—নব পল্লব এবং অঙ্কুর; **ফল**—ফল; **উপহার**—অন্যান্য সামগ্রী; **উপেতয়া**—পূর্ণরূপে সজ্জিত; **বৈশস-সংস্থয়া**—বলি দেওয়ার জন্য পূর্ণরূপে আয়োজন করে; **মহতা**—উচ্চ; **গীত-স্তুতি**—সঙ্গীত এবং স্তুতি; **মৃদঙ্গ**—মৃদঙ্গ; **পণব**—শিঙ্গা; **ঘোষেণ**—নির্ঘোষের দ্বারা; **চ**—ও; **পুরুষ-পশুম্**—নরপশুকে; **ভদ্র-কাল্যাঃ**—ভদ্রকালীর; **পুরতঃ**—সম্মুখে; **উপবেশয়াম্ আসুঃ**—বসিয়েছিল।

অনুবাদ

তারপর সেই সমস্ত দস্যুরা তাদের নরপশু বলি দেওয়ার কল্পিত বিধি অনুসারে জড় ভরতকে স্নান করিয়ে, নতুন বস্ত্র পরিয়ে, তাঁকে পশুযজ্ঞ অলঙ্কার, গন্ধতেল, তিলক, চন্দন এবং মালার দ্বারা বিভূষিত করেছিল। তারা তাঁকে ভোজন করিয়ে কালীর সম্মুখে নিয়ে এসে ধূপ, দীপ, মালা, লাজ, নবপল্লব, দূর্বাঙ্কুর, ফল এবং ফুল দিয়ে কালীর পূজা করেছিল। এইভাবে নরপশুকে বলি দেওয়ার পূর্বে তারা উচ্চ গীত, স্তুতি এবং মৃদঙ্গ, পণব ইত্যাদির উচ্চ নির্ঘোষের সঙ্গে প্রতিমার পূজা করেছিল, এবং তারপর জড় ভরতকে প্রতিমার সামনে উপবেশন করিয়েছিল।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *স্ব-বিধিনা* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বৈদিক শাস্ত্র অনুসারে সবকিছুই বিধি অনুসারে করা হয়, কিন্তু এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সেই সমস্ত দস্যু-তস্করেরা নরপশু বলি দেওয়ার মনগড়া বিধি উদ্ভাবন করেছিল। তামসিক শাস্ত্রে কালীর কাছে ছাগ অথবা মহিষ বলি দেওয়ার বিধান রয়েছে, কিন্তু তাতে মানুষ বলি দেওয়ার কোন উল্লেখ নেই তা সে যতই মূর্খ হোক না কেন। এই প্রথাটি ডাকাতেরা উদ্ভাবন করেছিল; তাই এখানে *স্ব-বিধিনা* শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এমনকি এখনও বৈদিক শাস্ত্রের অনুমোদন ব্যতীত বহু বলি দেওয়া হচ্ছে। যেমন, সম্প্রতি কলকাতায় একটি মাংসের দোকানকে কালীর মন্দির বলে প্রচার করা হচ্ছে। মাংসাশী মানুষেরা মূর্খের মতো এই দোকানের মাংস কিনে মনে করছে যে, সেই মাংস হচ্ছে কালীর প্রসাদ। শাস্ত্রে কালীর কাছে ছাগ ইত্যাদি পশু বলি দেওয়ার বিধান দেওয়া হয়েছে, যাতে মানুষ কসাইখানার মাংস খেয়ে পশু হত্যার পাপে ভারাক্রান্ত না হয়। বদ্ধ জীবের স্বাভাবিকভাবেই মৈথুন এবং মাংস আহারের প্রবণতা রয়েছে; তাই শাস্ত্রে কোন কোন ক্ষেত্রে সেই জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে, কিন্তু শাস্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে সেই সমস্ত জঘন্য কার্য থেকে মানুষকে সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত করা। বিশেষ বিধি-বিধানের মাধ্যমে মানুষকে সেই সমস্ত কার্যে লিপ্ত হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে, যাতে তাদের মাংস আহার এবং মৈথুনের প্রবণতা ধীরে ধীরে সংশোধিত হয়।

শ্লোক ১৬

অথ বৃষলরাজপণিঃ পুরুষপশোরসৃগাসবেন দেবীং ভদ্রকালীং যক্ষ্যমাণস্তদভিমন্ত্রিতমসিমতিকরালনিশিতমুপাদদে ॥ ১৬ ॥

অথ—তারপর; **বৃষল-রাজ-পণিঃ**—দস্যুপতির তথাকথিত মুখ্য পুরোহিত (কোন একটি চোর); **পুরুষ-পশোঃ**—বলির জন্য আনিত নরপশু (ভরত মহারাজ); **অসৃক্-আসবেন**—রক্তরূপী মদ্যের দ্বারা; **দেবীম্**—দেবী; **ভদ্র-কালীম্**—ভদ্রকালীকে; **যক্ষ্যমাণঃ**—নিবেদন করার বাসনায়; **তৎ-অভিমন্ত্রিতম্**—ভদ্রকালীর মন্ত্রে পবিত্র করে; **অসিম্**—খড়্গ; **অতি-করাল**—অত্যন্ত ভয়ঙ্কর; **নিশিতম্**—তীক্ষ্ণধার; **উপাদদে**—গ্রহণ করেছিল।

অনুবাদ

তখন দস্যুদের মধ্যে একজন প্রধান পুরোহিতের ভূমিকা অবলম্বনপূর্বক জড় ভরতকে নরপশুতুল্য মনে করে আসবরূপে পান করার জন্য কালীর কাছে তাঁর রক্ত নিবেদন করার বাসনায় ভদ্রকালীর মন্ত্রে পবিত্রীকৃত ভয়ঙ্কর তীক্ষ্ণধার একটি খড়্গ গ্রহণ করে, জড় ভরতকে বলি দিতে উদ্যত হয়েছিল।

শ্লোক ১৭

ইতি তেষাং বৃষলানাং রজস্তমঃপ্রকৃতীনাং ধনমদরজউৎসিক্তমনসাং ভগবৎকলাবীরকুলং কদর্থীকৃত্যোৎপথেন স্বৈরং বিহরতাং হিংসাবিহারাণাং কর্মাতিদারুণং যদ্ব্রহ্মভূতস্য সাক্ষাদ্ব্রহ্মর্ষিসুতস্য নির্বৈরস্য সর্বভূতসুহৃদঃ সূনায়ামপ্যননুমতমালম্ভনং তদুপলভ্য ব্রহ্মতেজসাতিদুর্বিষহেণ দন্দহ্যমানেন বপুষা সহসোচ্চচাট সৈব দেবী ভদ্রকালী ॥ ১৭ ॥

ইতি—এইভাবে; **তেষাম্**—তাদের; **বৃষলানাম্**—শূদ্রদের, যাদের দ্বারা সমস্ত ধর্মনীতির বিনাশ হয়; **রজঃ**—রজোগুণে; **তমঃ**—তমোগুণে; **প্রকৃতীনাম্**—প্রকৃতি সমন্বিত; **ধন-মদ**—ঐশ্বর্যমদ; **রজঃ**—রজোগুণের দ্বারা; **উৎসিক্ত**—গর্বিত; **মনসাম্**—যাদের মন; **ভগবৎ-কলা**—ভগবানের অংশস্বরূপ; **বীর-কুলম্**—মহাপুরুষদের কুল (ব্রাহ্মণ); **কদর্থী-কৃত্য**—অশ্রদ্ধা করে; **উৎপথেন**—কুপথে; **স্বৈরম্**—স্বাধীনভাবে; **বিহরতাম্**—অগ্রগামী; **হিংসা-বিহারাণাম্**—যাদের কাজ হচ্ছে অন্যদের প্রতি হিংসাপূর্ণ আচরণ করা; **কর্ম**—কার্যকলাপ; **অতি-দারুণম্**—অত্যন্ত ভয়ঙ্কর; **যৎ**—যা; **ব্রহ্ম-ভূতস্য**—ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভূত আত্ম-তত্ত্ববেত্তা ব্যক্তির; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে; **ব্রহ্মর্ষি-সুতস্য**—ব্রহ্মর্ষির পুত্রের; **নির্বৈরস্য**—যার কোন শত্রু ছিল না; **সর্ব-ভূত-সুহৃদঃ**—সমস্ত জীবের শুভাকাঙ্ক্ষী; **সূনায়াম্**—অন্তিম সময়ে; **অপি**—যদিও; **অননুমতম্**—আইনের দ্বারা অনুমোদিত নয়; **আলম্ভনম্**—ভগবানের ইচ্ছার বিরোধী;

তৎ—তা; **উপলভ্য**—দর্শন করে; **ব্রহ্ম-তেজসা**—ব্রহ্মতেজের দ্বারা; **অতি-দুর্বিষহেণ**—অত্যন্ত তীব্র হওয়ার ফলে অসহ্য; **দন্দহ্যমানেন**—দগ্ধ হয়ে; **বপুষা**—দেহের দ্বারা; **সহসা**—অকস্মাৎ; **উচ্চচাট**—প্রতিমা বিদীর্ণ করে; **সা**—তিনি; **এব**—বাস্তবিকপক্ষে; **দেবী**—দেবী; **ভদ্রকালী**—ভদ্রকালী।

অনুবাদ

যে সমস্ত দস্যু-তস্করেরা ভদ্রকালীর পূজার আয়োজন করেছিল, তারা সকলেই ছিল অত্যন্ত নীচ প্রকৃতির এবং রজ ও তমোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন। তারা বহু ধনসম্পদ লাভের বাসনায় উন্মত্ত হয়ে, বৈদিক বিধান লঙ্ঘন করে ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভত আত্ম-তত্ত্ববেত্তা জড় ভরতকে বলি দিতে উদ্যত হয়েছিল। এইপ্রকার মানুষেরা সর্বদাই হিংসাত্মক আচরণে প্রবৃত্ত থাকে, এবং তাই তারা জড় ভরতকে বলি দিতে চেষ্টা করার সাহস করেছিল। জড় ভরত ছিলেন সমস্ত জীবের পরম সুহৃৎ। তাঁর কোন শত্রু ছিল না, এবং তিনি সর্বদা ভগবানের চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। তিনি সৎ ব্রাহ্মণ পিতার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এবং তিনি শত্রু হলেও অথবা আক্রমণকারী হলেও, তাঁকে হত্যা করা শাস্ত্রের বিধান অনুসারে নিষিদ্ধ। কোন অবস্থাতেই জড় ভরতকে হত্যা করার কোন কারণ ছিল না। তাই ভদ্রকালী তা সহ্য করতে পারেননি। সেই সমস্ত পাপাচারী দস্যুরা পরম ভাগবত জড় ভরতকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে দেখে, দেবী ভদ্রকালী সহসা প্রতিমা বিদীর্ণ করে স্বয়ং প্রকাশিতা হলেন। তাঁর শরীর প্রচণ্ড অসহ্য তেজে জ্বলছিল।

তাৎপর্য

বৈদিক নির্দেশ অনুসারে, কেবল আততায়ীকে হত্যা করা যায়। হত্যা করার উদ্দেশ্য নিয়ে কেউ যদি আসে, তাহলে আত্মরক্ষার জন্য তৎক্ষণাৎ তাকে বধ করা যেতে পারে। বৈদিক শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কেউ যদি গৃহে আগুন লাগাতে আসে অথবা স্ত্রীকে অপবিত্র করতে বা হরণ করার উদ্দেশ্য নিয়ে আসে, তাহলে তাকেও বধ করা যেতে পারে। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র স্ববংশে রাবণকে সংহার করেছিলেন, কারণ রাবণ তাঁর পত্নী সীতাদেবীকে অপহরণ করেছিল। কিন্তু শাস্ত্রে অন্য আর কোন উদ্দেশ্যে হত্যা অনুমোদন করা হয়নি। যারা মাংসাহারী তাদের জন্য ভগবানের অংশসম্ভূত দেবতাদের কাছে পশুবলি অনুমোদিত হয়েছে। এটি মাংস আহার নিয়ন্ত্রণ করার জন্য; অর্থাৎ, বৈদিক বিধি-বিধানের দ্বারা পশুবধ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এই বিষয়গুলি বিচার করলে দেখা যায় যে, অতি সম্ভ্রান্ত এবং বর্ধিষ্ণু

ব্রাহ্মণ-কুলজাত জড় ভরতকে হত্যা করার কোনই কারণ ছিল না। তিনি ছিলেন ভগবৎ-তত্ত্ববেত্তা এবং সমস্ত জীবের শুভাকাঙ্ক্ষী। বেদে জড় ভরতের মতো মহাপুরুষকে দস্যু-তস্করদের হাতে হত্যা কোন অবস্থাতেই অনুমোদন করা হয়নি। তাই ভগবানের ভক্তকে রক্ষা করার জন্য দেবী ভদ্রকালী তাঁর প্রতিমা বিদীর্ণ করে বেরিয়ে এসেছিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে, জড় ভরতের মতো ভক্তের ব্রহ্মতেজের ফলে প্রতিমা বিদীর্ণ হয়েছিল। রজ ও তমোগুণে আচ্ছন্ন ধনমদে উন্মত্ত দস্যু-তস্করেরাই কেবল কালীর কাছে নরবলি দেয়। বৈদিক শাস্ত্রে কোথাও তা অনুমোদিত হয়নি। বর্তমান সময়ে ধনমদে মত্ত গর্বান্ধ মানুষেরা সারা পৃথিবী জুড়ে লক্ষ লক্ষ কসাইখানা খুলেছে। ভাগবত-সম্প্রদায় কখনও এই প্রকার কার্যকলাপ অনুমোদন করেনি।

শ্লোক ১৮

ভৃশমমর্ষরোষাবেশরভসবিলসিতভ্রুকুটিবিটপকুটিলদংষ্ট্রারুণেক্ষণাটোপাতি-ভয়ানকবদনা হন্তুকামেবেদং মহাট্টহাসমতিসংরম্ভেণ বিমুঞ্চন্তী তত উৎপত্য পাপীয়সাং দুষ্টানাং তেনৈবাসিনা বিবৃক্ণশীর্ষ্ণাং গলাৎস্রবন্তম-সৃগাসবমত্যুষ্ণং সহ গণেন নিপীয়াতিপানমদবিহ্বলোচ্চৈস্তরাং স্বপার্ষদৈঃ সহ জগৌ ননর্ত চ বিজহার চ শিরঃকন্দুকলীলয়া ॥ ১৮ ॥

ভৃশম্—অত্যন্ত; **অমর্ষ**—অপরাধ সহনে অসহিষ্ণুতা; **রোষ**—ক্রোধে; **আবেশ**—আবেশে; **রভস-বিলসিত**—বেগে সঞ্চালিত; **ভ্রুকুটি**—তাঁর ভ্রূর; **বিটপ**—শাখা; **কুটিল**—বক্র; **দংষ্ট্র**—দাঁত; **অরুণ-ঈক্ষণ**—আরক্ত লোচন; **আটোপ**—বিক্ষোভের দ্বারা; **অতি**—অত্যন্ত; **ভয়ানক**—ভয়ঙ্কর; **বদনা**—যাঁর মুখমণ্ডল; **হন্তু-কামা**—সংহার করার বাসনায়; **ইব**—যেন; **ইদম্**—এই ব্রহ্মাণ্ড; **মহা-অট্ট-হাসম্**—অত্যন্ত ভয়ানক হাস্য; **অতি**—অত্যন্ত; **সংরম্ভেণ**—ক্রোধের ফলে; **বিমুঞ্চন্তী**—নির্গত হয়ে; **ততঃ**—সেই বেদি থেকে; **উৎপত্য**—বেরিয়ে এসে; **পাপীয়সাম্**—সমস্ত পাপীদের; **দুষ্টানাম্**—মহা অপরাধীদের; **তেন এব অসিনা**—সেই খড়্গের দ্বারা; **বিবৃক্ণ**—ছেদন করে; **শীর্ষ্ণাম্**—মস্তক; **গলাৎ**—গলা থেকে; **স্রবন্তম্**—নির্গত; **অসৃক্-আসবম্**—রক্তরূপী মদ্য; **অতি-উষ্ণম্**—অতি উষ্ণ; **সহ**—সঙ্গে; **গণেন**—তাঁর সহচরদের; **নিপীয়**—পান করে; **অতি-পান**—অত্যধিক পান করার ফলে; **মদ**—উন্মত্ত হয়ে; **বিহ্বলা**—বিহ্বল হয়ে; **উচ্চৈঃ-তরাম্**—অতি উচ্চ স্বরে; **স্ব-পার্ষদৈঃ**—

তাঁর পার্ষদদের; **সহ**—সঙ্গে; **জগৌ**—গান করেছিলেন; **ননর্ত**—নৃত্য করেছিলেন; **চ**—ও; **বিজহার**—খেলা করেছিলেন; **চ**—ও; **শিরঃ-কন্দুক**—মস্তকগুলি কন্দুকের মতো ব্যবহার করে; **লীলয়া**—খেলার ছলে।

অনুবাদ

সেই অপরাধ সহ্য করতে অসহিষ্ণু হয়ে, ক্রোধাবেশে ভদ্রকালীর ভ্রূকুটি বেগে সঞ্চালিত হয়েছিল, তাঁর ভয়ঙ্কর কুটিল দাঁত বহির্গত হয়েছিল এবং তাঁর আরক্ত লোচন বিঘূর্ণিত হয়েছিল। এইভাবে তিনি তাঁর ভয়ঙ্কর রূপ প্রদর্শন করেছিলেন। তিনি যেন সমগ্র জগৎ সংহার করার জন্য সেই প্রচণ্ড মূর্তি ধারণ করেছিলেন। বেদি থেকে লাফ দিয়ে নেমে এসে যে খড়্গের দ্বারা সেই দস্যুরা জড় ভরতকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল, সেই খড়্গের দ্বারাই তিনি সেই সমস্ত দস্যু এবং তস্করদের মস্তক ছেদন করতে লাগলেন। তারপর তাদের গলদেশ থেকে রক্তরূপ যে অতি উষ্ণ মদ নির্গত হতে লাগল, তিনি ডাকিনী, যোগিনী ইত্যাদি তাঁর সহচরদের সঙ্গে তা পান করতে লাগলেন। অত্যধিক রক্তপানে উন্মত্ত হয়ে দেবী তখন তাঁর পার্ষদদের সঙ্গে উচ্চস্বরে গান এবং নৃত্য করতে শুরু করলেন এবং সেই সমস্ত দস্যুদের ছিন্ন মস্তকগুলি নিয়ে কন্দুক-ক্রীড়া করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোক থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, কালী মোটেই তাঁর ভক্তদের অনুগ্রহ করেন না। কালীর কাজ হচ্ছে অসুরদের সংহার করা এবং দণ্ডদান করা। দেবী কালী অসুর, ডাকাত আদি সমাজের অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের সংহার করেন। কৃষ্ণভক্তির অবহেলা করে, মূর্খ মানুষেরা নানা প্রকার জঘন্য বস্তু নিবেদন করার মাধ্যমে দেবীর সন্তুষ্টি বিধান করার চেষ্টা করে, কিন্তু চরমে সেই পূজায় যখন একটু ত্রুটি হয়, তখন দেবী সেই পূজকদের প্রাণনাশ করে দণ্ডদান করেন। আসুরিক প্রবৃত্তির মানুষেরা কিছু জাগতিক লাভের জন্য কালীর পূজা করে, কিন্তু তাদের সেই পূজার নামে তারা যে পাপ করে, তা থেকে তারা অব্যাহতি পায় না। প্রতিমার সম্মুখে মানুষ অথবা পশু বলি দেওয়া বিশেষভাবে নিষিদ্ধ।

শ্লোক ১৯

এবমেব খলু মহদভিচারাতিক্রমঃ কার্ৎস্ন্যেনাত্মনে ফলতি ॥ ১৯ ॥

এবম্ এব—এইভাবে; **খলু**—বস্তুতপক্ষে; **মহৎ**—মহাপুরুষকে; **অভিচার**—হিংসারূপ;

অতিক্রমঃ—অপরাধের সীমা; **কার্ৎস্ন্যেন**—সর্বদা; **আত্মনে**—নিজের প্রতি; **ফলতি**—ফল প্রদান করে।

অনুবাদ

মহাপুরুষের প্রতি হিংসারূপ অপরাধের ফলে, অনিষ্টকারীকে উপরোক্তভাবে সর্বদা দণ্ডভোগ করতে হয়।

শ্লোক ২০

ন বা এতদ্বিষ্ণুদত্ত মহদদ্ভুতং যদসম্ভ্রমঃ স্বশিরশ্ছেদন আপতিতেঽপি বিমুক্তদেহাদ্যাত্মভাবসুদৃঢ়হৃদয়গ্রন্থীনাং সর্বসত্ত্বসুহৃদাত্মনাং নির্বৈরাণাং সাক্ষাদ্ভগবতানিমিষারিবরায়ুধেনাপ্রমত্তেন তৈস্তৈর্ভাবৈঃ পরিরক্ষ্যমাণানাং তৎপাদমূলমকুতশ্চিদ্ভয়মুপসৃতানাং ভাগবতপরমহংসানাম্ ॥ ২০ ॥

ন—না; **বা**—অথবা; **এতৎ**—এই; **বিষ্ণু-দত্ত**—শ্রীবিষ্ণু কর্তৃক রক্ষিত হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **মহৎ**—অত্যন্ত; **অদ্ভুতম্**—আশ্চর্যজনক; **যৎ**—যা; **অসম্ভ্রমঃ**—অবিচলিত; **স্ব-শিরঃ-ছেদনে**—তাঁর মস্তক ছেদনের সময়েও; **আপতিতে**—যখন ঘটতে যাচ্ছিল; **অপি**—যদিও; **বিমুক্ত**—সম্পূর্ণরূপে মুক্ত; **দেহাদি-আত্ম-ভাব**—দেহাত্মবুদ্ধি; **সুদৃঢ়**—অত্যন্ত দৃঢ়; **হৃদয়-গ্রন্থীনাম্**—হৃদয় গ্রন্থির; **সর্ব-সত্ত্ব-সুহৃৎ-আত্মনাম্**—যাঁদের হৃদয় সর্বদা অন্য সমস্ত জীবদের মঙ্গল কামনা করে; **নির্বৈরাণাম্**—যাদের কোন শত্রু নেই; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে; **ভগবতা**—পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা; **অনিমিষ**—পরম কাল; **অরিবর**—শ্রেষ্ঠ অস্ত্র সুদর্শন চক্র; **আয়ুধেন**—যিনি অস্ত্রাদি ধারণ করেন, তাঁর দ্বারা; **অপ্রমত্তেন**—কখনও বিচলিত না হয়ে; **তৈঃ তৈঃ**—সেই সেই; **ভাবৈঃ**—ভগবানের ভাব; **পরিরক্ষ্যমাণানাম্**—যাঁরা রক্ষিত; **তৎ-পাদ-মূলম্**—ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে; **অকুতশ্চিৎ**—কোথা থেকেও নয়; **ভয়ম্**—ভয়; **উপসৃতানাম্**—যাঁরা সর্বতোভাবে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন; **ভাগবত**—ভগবদ্ভক্তদের; **পরমহংসানাম্**—সর্বতোভাবে মুক্ত পুরুষদের।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী তখন মহারাজ পরীক্ষিৎকে বললেন—হে বিষ্ণুদত্ত, যাঁরা জানেন যে আত্মা দেহ থেকে ভিন্ন, যাঁরা হৃদয়গ্রন্থি থেকে মুক্ত, যাঁরা সর্বদা সমস্ত জীবের মঙ্গল সাধনে রত এবং যাঁরা কখনও কারোর অনিষ্ট চিন্তা করেন না, তাঁরা সর্বদাই

সুদর্শন চক্রধারী পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা রক্ষিত হন। মহাকালরূপে তিনি অসুরদের সংহার করেন এবং ভক্তদের রক্ষা করেন। ভক্তেরা সর্বদাই ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাই সর্ব অবস্থাতেই, এমনকি শিরশ্ছেদন কাল উপস্থিত হলেও, তাঁরা অবিচলিত থাকেন। তাঁদের পক্ষে তা মোটেই আশ্চর্যজনক নয়।

তাৎপর্য

এগুলি ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের কয়েকটি মহৎ গুণ। প্রথমত, ভক্ত তাঁর চিন্ময় স্বরূপ সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবগত। তিনি কখনও তাঁর দেহকে তাঁর স্বরূপ বলে মনে করেন না; তিনি নিশ্চিতভাবে জানেন যে, আত্মা দেহ থেকে ভিন্ন। তার ফলে তিনি কোন অবস্থাতেই ভীত হন না। তাঁর জীবন বিপন্ন হলেও তিনি ভীত হন না। তিনি শত্রুকেও শত্রু বলে মনে করেন না। এগুলি হচ্ছে ভক্তের গুণাবলী। ভক্তেরা সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবানের উপর পূর্ণরূপে নির্ভরশীল, এবং ভগবান সর্বদা তাঁদের সর্বতোভাবে রক্ষা করেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের 'জড় ভরতের পরম মহৎ চরিত্র' নামক নবম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।